গাংনীতে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

গাংনীতে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উদ্যোগে সমাজের অসহায় দুস্থ সুবিধাবঞ্চিত ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে শীতের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে কসবা বাজার চত্বরে কসবা ও আশেপাশের গ্রামের মানুষদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সর্বমোট ৮৬ জন মানুষকে শীতবস্ত্র (কম্বল) উপহার দেওয়া হয়েছে। কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ডা.শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে এবং শিক্ষক ও বিশিষ্ট সংগঠক কামাল হোসেন লাল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বকুল, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, শহিদুল ইসলাম, আমারত ইসলাম, আব্দুল মজিদ, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ রাসেল আহমেদ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক মো: সাগর ইসলাম, মারুফ মীর, সিয়াম, মামুন, সজলসহ সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের সদস্যরা সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটি শীতের সময় কম্বল বিতরণ, ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ, ইফতার বিতরণ ও জরুরি প্রয়োজনে ব্লাড সংগ্রহসহ সংগঠনের বিভিন্ন কাজ নিয়ে আলোচনা করেন।

সংগঠনের উপদেষ্টা রফিকুল আলম বকুল বলেন, সমাজের কম সুবিধাভোগী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতা করতে হবে। নিজের পরিবারের জন্য যেমন সহযোগিতা ও তাদের জন্য কাজ করতে হয় তেমনিভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এই সমাজেরই অংশ, তাদের জন্যও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান মানুষদের কে সমাজের পিছিয়ে পড়া ও কম সুবিধাভোগী মানুষের সহযোগীতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ করে কসবা সহ এই অঞ্চলের মানুষ যারা এলাকার বাইরে

চাকরি করেন ও বিদেশে অবস্থান করেন তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনারা এই গ্রাম বা এই এলাকার সন্তান হিসেবে দায়িত্ব রয়েছে আপনাদের। সেইজন্য আপনারা সবাইকে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটি কে সহযোগিতা ও বিভিন্ন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

গাংনীতে গভীর নলকূপ স্থাপনে অনিয়ম তদন্তে গিয়ে প্রকৌশলী লাঞ্ছিত

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিপাকে পড়েছেন গাংনী উপজেলা বিএডিসির (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন) প্রকৌশলীরা। বিএডিসির অনুমোদন ছাড়াই গভীর নলকূপ স্থাপন ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা এলাকায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সূত্র জানায়, কড়ইগাছি এলাকার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ঝন্টু আলী গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য কড়ইগাছি জেএল ৯৬, দাগ ৬৮৯ নম্বর জমির লাইসেন্স পান। কিন্তু লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে তিনি নলকূপ স্থাপন করেন জেএল ৯২, দাগ নম্বর ৩৬২০ নম্বর জমিতে, যা মূল অনুমোদনস্থল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। অভিযোগ রয়েছে, পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান রাতারাতি সেখানে অবৈধ সংযোগ প্রদান করেন।

এই ঘটনায় অভিযোগ হওয়ায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি তদন্তের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন।

এ ঘটনায় তদন্তে যান গত ৪ ডিসেম্বর বিএডিসির উপসহকারী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম, পল্লী বিদ্যুতের গাংনী জোনাল অফিসের এজিএম ফয়সাল হোসেন, বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন, পল্লী বিদ্যুতের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাইমুর হোসেন।

তদন্তের সময় ঝন্টু ও তার সহযোগীরা সরকারি কাজে বাধা প্রদান, গালিগালাজ এবং অপমানজনক আচরণ করেন। এতে দেলওয়ার হোসেন শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরে বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন বাদী হয়ে অভিযুক্ত ঝন্টু, তার ভাই রেন্টু, আব্দুল কাদের ও পিতা মনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিলের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্থানীয়রা দাবি করেন, ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের অনিয়মের কারণে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রকৌশলীদের হয়রানি করা হচ্ছে। দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, চব্বিশ পরবর্তী সময়ে ঘুষ কল্পনা করা যাবে না। সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ খেতে চাইলে, চাকুরী না করে থালা হাতে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা করুন। এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন। গত তিনটা নির্বাচনে এদেশের তরুণ যুবক ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে ভোটারদের নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরে নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথি ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে জোর জবরদস্তি, কারুচুপি, বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষকে মিসগাইড করে, বাঁধা বা শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলে সেটা রুখে দেওয়া হবে। সেই সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না। নির্বাচনের দায়িত্বে আমরা যারা থাকবো তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একটা সুষ্ঠ নির্বাচন করার জন্য।

মিথ্যা গুজব থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে ডিসি সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, গুজব, অপতথ্য এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে সমাজকে পিঁড়া দিচ্ছে। সমাজে তিন ধরণের তথ্য আছে, মিস ইনফোরমেশন, ডিসইনফোরমেশন ও ব্যাড ইনফোরমেশন। এই তিনটা তথ্যের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। অপতথ্য বা গুজবের কোনো ভিত্তি নেই। এটার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ক্ষতি করা। ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া এবং ব্যাড ইনফোরমেশন হলো সঠিক তথ্য থাকলেও উদ্দেশ্য ক্ষতি করা। এই তিনটা তথ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই তথ্য যাচাই-বাছাই না করা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো তথ্য শেয়ার না দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান তিনি।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ইলেকশন কমিশন এই কাজগুলো বা ইনফরমেশনগুলো ছড়াচ্ছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য কাজ শুরু করেছেন। যারা এসব মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিষয়ে সঠিক এবং সত্য তথ্যটা তুলে ধরতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়া গাংনীর বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, মাদক নিয়ে কাজ করার জন্য সমাজের সকলের সহযোগীতা চান তিনি। তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলায় সারের কোনো ঘাটতি নেই। জেলার কৃষি জমিগুলো তিন ফসলি হওয়ায়, কৃষকরা তাদের জমিতে মাত্রাতিরিক্তি সার প্রয়োগ ও সিস্টেমের সমস্যার কারণে সার সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন।

জেলার কৃষক ও কৃষির কথা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২ হাজার মেট্রিকটন সারের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৪’শ মেট্রিকটন টিএসপি ও ৪’শ মেট্রিকটন ডিএপি সার অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েছে।

মাদকের হটস্পটগুলোতে অভিযান চালানো শুরু হয়েছে উল্লেখ করে জেলা

প্রশাসক বলেন, মাদক কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না। মাদক নিমুর্লে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকের হটস্পট চিহ্নিত করে যারা যারা মাদকের সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও মিডিয়া কর্মীদের একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে টিমওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা কিছুদিনের জন্য আপনাদের এলাকায় সেবা দিতে আসেন। সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এলাকার কাজগুলো আদায় করে নিতে হবে। শুধু নাগরিক সেবা নিলেই হবেনা। সাথে সাথে একজন সুনাগরিকের দায়িত্বও পালন করতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলা প্রশাসক বলেন, সড়ক নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটরসাইকেল ধরতে হবে। এসব অবৈধভাবে রেজিস্ট্রেশনবিহীন গাড়িগুলোকে আইনের আওতায় আনতে হবে। এছাড়া অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়।

এছাড়া বাল্যবিবাহ প্রতিরোধেও উপজেলা প্রশাসনকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের নিদের্শ দেন তিনি। যে কোনো সমস্যা সমাধানে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

বর্তমান সময়ে কৃষকের সার সংকট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মাদক ও বাল্য বিবাহসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নকল্পে সরকারের বরাদ্দের সুষম বন্টনের অনুরোধ জানান গাংনীর সুধিজনেরা।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক সামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল আজিজ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক মুজাহিদুল ইসলাম, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মু, আলম হুসাইন, গাংনী টেকনিক্যাল এন্ড

বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলাল, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, সিনিয়র সাংবাদিক ফারুক হোসেন, মুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন।

এসময় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রধানগণ, এনজিও প্রতিনিধি, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবীর গাংনীতে পৌঁছালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

মেহেরপুরে পৃথক দুই সড়ক দুর্ঘটনায় এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত, আহত ৭ জন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিন নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। নিহত শাহিন এবছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও মালয়েশিয়া প্রবাসফেরত কাজিপুর গ্রামের ছাদিমান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শাহিন মোটরসাইকেল যোগে দ্রুতগতিতে কাজিপুর থেকে বামন্দীর দিকে যাচ্ছিলেন। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের অদূরে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রবিবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের সদর উপজেলার গোপালপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে তিন নারীসহ সাতজন আহত হয়েছেন।

বুধবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আহতরা হলেন গাংনীর পাকুড়িয়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে ইমরান হোসেন (২৪), সদর উপজেলার আলমপুরের মোতালেব হোসেনের ছেলে রাসেল (২২), শ্যামপুরের রইস উদ্দিনের ছেলে জামাত আলী, গাংনী চৌগাছা গ্রামের শাকিল হোসেনের স্ত্রী রজনি (৩০), সপাকুড়িয়া গ্রামের ইয়ানুর রহমানের স্ত্রী হীরা (৩২), সদর উপজেলার দিঘীরপাড়ার মফা মন্ডলের ছেলে মন্টু (২৫)।

জানা গেছে, আলমপুর গ্রামের রাসেল মোটরসাইকেলযোগে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। একই সময় ইমরান পরিচালিত একটি ইজিবাইক যাত্রী নিয়ে গাংনীর দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ মোটরসাইকেল উল্টো দিকে চলে গেলে ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহীসহ ইজিবাইকের যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।

গাংনীতে মসজিদের ইমামদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও সভাপতিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টায় তেতুলবাড়িয়া বাজারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ইমাম সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মনির।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মো. মাহাফুজুর রহমান।

অস্বচ্ছল ইমামদের বিনাসুদে “কর্জে হাসানা ঋণদান প্রকল্প” চালুর মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সাবলম্বী করা এবং সমাজের দুস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগের বিষয়ে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের আয়োজক পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক ও ইমাম সমিতির উপদেষ্টা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইমাম সমিতির উপদেষ্টা শিক্ষক মো. রমজান আলীসহ অন্যান্য ইমামগণ।

এসময় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় শেষে অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ করা হয়।

হিমেল হাওয়ায় কাঁপছে মেহেরপুর

মেহেরপুরে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ।বৃহস্পতিবার (৪ নভেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। এর আগে সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তখন বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক জামিনুর রহমান জানান, সকাল ৯টায় মেহেরপুর অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। আগামী কয়েকদিন রাত ও ভোরের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। চলতি শীত মৌসুমে এটাই জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। যদিও এটি দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয়।

এদিকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় জেঁকে বসেছে শীত। সকাল ৯টার পর ঝলমলে রোদের দেখা মিললেও শীতের প্রভাব কাটছে না। হিমেল বাতাস বইতে থাকায় শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। শীত বৃদ্ধির কারণে মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা শহরে সকাল থেকে মানুষের চলাচল কম ছিল। সকালে

প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে বের হয়নি। সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েছেন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অফিসগামী লোকজন। সমস্যায় পড়েছেন নিম্ন-আয়ের মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক, ভ্যানচালক ও রিকশাচালকরা।

এদিকে শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালগুলোতে হাঁপানি, টাইফয়েড, সর্দি, জ্বর, কাশিসহ বিভিন্ন রোগবালাই বাড়ছে। হাসপাতালগুলোতে রোগীর ভিড়ে গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর জানান, চলতি শীত মৌসুমে দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার কম্বল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৩৮০০, গাংনী উপজেলায় ১৮০০ এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৮৭৫টি কম্বল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর কিছু ইতোমধ্যে ছিন্নমূল, হতদরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির পর মানববন্ধন

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকেরা শাটডাউন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের শিল্পকলা একাডেমির সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক সহকারি শিক্ষক অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুল। এ সময় সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামানসহ শিক্ষক নেতারা

উপস্থিত ছিলেন।

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় এবং তিন শিক্ষক নেতাকে শোকজ নোটিশ দেওয়ার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রেখে মেহেরপুরের ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকদের ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে। গতকাল বুধবার সহকারি শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার কাউকে পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের উদ্যোগে দ্বিতীয় দিনের মতো বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে। সরেজমিনে বিদ্যালয়গুলোতে দেখা গেছে, প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে থাকলেও সহকারি শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষগুলোতে তালা মেরে চলে গেছেন। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকরা বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন।

মেহেরপুর জেলায় ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সহকারি শিক্ষক রয়েছেন ২০০০ জন।

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের নির্যাতনের প্রতিবাদে গাংনীতে গান গেয়ে মানববন্ধন

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের বাউল সম্প্রদায়ের লোকজন। এ সময় তাদের হাতে ছিল একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম, ঢোলসহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ২টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের কাঁচাবাজার এলাকায় তারা এই মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে গান পরিবেশন করেন আব্দুস সামাদ বাউল, ছন্নত বাউল, ভিকু বাউল ও মহিবুল বাউল।

মানববন্ধনে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয়।

আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বাউল সম্প্রদায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মজনুল হক বলেন, বাউল সম্প্রদায় সুরের মানুষ। আমরা কোনো ফ্যাসাদ বুঝি না, আমরা বুঝি ভালোবাসার মানবিক সমাজ। আমরা মনের মানুষের সঙ্গে মনের মিলন ঘটাতে চাই।

আমরা ভাই-ভাই জাতি, গোত্র, সম্প্রদায় মিলিয়ে আমরা সম্প্রীতির রাষ্ট্র চাই। সমাজে কোনো ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড হোক, তা আমরা চাই না। আমাদের দেশ বহুজাতি, বহু মতের, বহু চেতনার দেশ। আমরা লালন করি বাউল দর্শন।

আবুল সরকার তার গানের মাধ্যমে অভিনয় করছিলেন। সেই গানের অভিনয়ের মধ্যে যদি ভাষার কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তারপরও বাউল আবুল সরকারকে ক্ষমা করা হয়নি। তাকে আটক করে মামলা দেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড। আমরা এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার ও তার মুক্তি দাবি করছি। মানববন্ধনে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৩৫ জন বাউল অংশ নেন।

মেহেরপুর সদর ও গাংনীতে ২২ লাখের নির্বাচনী বরাদ্দ উৎসব

মেহেরপুর জেলার দুই উপজেলা, সদর ও গাংনীর মোট ৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজ সম্পন্নের জন্য বরাদ্দ পেয়েছে ২২ লাখ ৩০ হাজার ৯৯৪ টাকা।

নির্বাচনের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত ঘাটতিগুলো দ্রুত ঠিক করে ভোটগ্রহণ উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে জেলার অন্য উপজেলা মুজিবনগর এখনো কোনো বরাদ্দ পায়নি, যা স্থানীয়ভাবে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

বিদ্যালয়গুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ পেয়েছি। মুজিবনগর উপজেলার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খুব দ্রুতই এই বরাদ্দের চিঠি পাওয়া যাবে।

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ৩০ বাংলাদেশিকে পুশইন

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে ভারতে বিভিন্ন সময় পুলিশের হাতে আটক হওয়া নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ বাংলাদেশিকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

পুশইন হওয়া সবাই ভারতের কলকাতাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে বিভিন্ন মেয়াদে ভারতে কারাভোগ করেন।

আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ভোররাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১৪০ এর ৬ এস মথুরাপুর মাঠ নামক সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। সীমান্ত পার হয়ে তারা ওই মাঠে তেঁতুলবাড়িয়া বিওপি ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের আটক করেন।

আটকদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, ২ জন শিশু, ১২ জন নারী রয়েছেন। তারা সবাই, খুলনা, লালমনিরহাট ও আশপাশের জেলার বাসিন্দা।

আটকদের একজন জানান, কাজের সন্ধানে তারা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছিলেন।

ছয়-সাত দিন আগে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে গাংনী সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করা হয়।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মোহম্মদ আল মামুন জানান, আজ সকালে বিএসএফ কর্তৃক পুশইন হওয়া ব্যাক্তিদের থানায় হস্তান্ডর করেছে বিজিবি। তাদের সম্পর্কে তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।